

# নিজের সংশোধনের উপায়



(For Islamic Brothers)

সম্মতিক পুস্তকে ভরা ইজতিমার  
সুন্নাতে ভরা ব্যান (Bangla)

# নিজের সংশোধনের উপায়

সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার সূন্নাতে ভরা বয়ান

৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ইং এর সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান

[www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net)

## Contents

দরুদ শরীফের ফযীলত.....	4
বয়ান শোনার নিয়ত .....	5
হে নফস! আল্লাহকে ভয় করো! .....	6
ঘটনাটি থেকে অর্জিত হওয়া পয়েন্ট .....	8
রিযিকে বরকতের একটি মাধ্যম! .....	9
কেনইবা আর্থিক সমস্যাবলী? .....	10
নফসের জবাবদিহিতা এবং কুরআন .....	12
চিন্তা ভাবনা করা সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী.....	13
নফসের জবাবদিহিতা করার উপকারিতা .....	14
জবাবদিহিতা কি?.....	15
চিন্তা ভাবনা কাকে বলে? .....	15
আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো! .....	16
ফারুকী আচরণের প্রতি আমল করুন! .....	16
দিন এবং গুনাহের হিসাব .....	17
নফসের জবাবদিহিতা করার গুরুত্ব .....	18
নেক আমলের গুরুত্ব .....	20
নিজের আমলের জবাবদিহিতা গ্রহণকারী বুয়ুর্গ .....	21
নেক আমল নাম্বার ১৫ এর উৎসাহ .....	21
খাওয়ার সুন্নাত ও আদব .....	22
ঘোষণা.....	23

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া .....	24
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ: .....	24
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: .....	24
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: .....	25
(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: .....	25
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: .....	25
(৬) দরুদে শাফায়াত: .....	26
(১) এক হাজার দিনের নেকী .....	26
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: .....	26
খাওয়ার অবশিষ্ট সুল্লাত ও আদব .....	27
মৃত মুসলমানদের ক্ষমার দোয়া .....	29
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি .....	30
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: .....	31
কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী .....	33
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল .....	33
মাসিক ৪টি নেক আমল .....	34
বার্ষিক ৩টি নেক আমল .....	34
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর দোয়া .....	34

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط  
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ  
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাহের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তাকে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

### দরুদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمٍ مِائَةً”  
 مَرَّةً قَضَى اللهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِينَ مِنْهَا لِأَخَوْتِهِ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا لِذُنْيَاهُ”  
 অর্থাৎ যে ব্যক্তি

প্রতিদিন আমার প্রতি একশত (১০০) বার দরুদ শরীফ প্রেরণ করেবে, আল্লাহ পাক তার একশত (১০০) টি চাহিদা পূরণ করবেন, এর মধ্যে সত্তর (৭০) টি আখিরাতে এবং ত্রিশ (৩০) টি দুনিয়ার হবে। ”

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫৫, ১ম অংশ, হাদীস ২২২৯)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ الْبَيْنَةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ❦ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❦ আদব সহকারে বসবো ❦ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❦ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❦ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের এবং অপরের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে একটি বিরাট অংশ রয়েছে, যারা এই উদ্দেশ্যকে ভুলে যাচ্ছে, সংশোধনের একটি অনন্য মাধ্যম হচ্ছে নফসের জবাবদিহিতা করা (অর্থাৎ এরূপ চিন্তা ভাবনা করা যে, আমি কেমন আমল করছি)। আজ আমরা নফসের জবাবদিহিতার

(Self Accountability) গুরুত্ব এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে শ্রবণ করবো। বুয়ুর্গদের নফসের জবাবদিহিতার (Self Accountability) কিছু ঘটনাবলীও শ্রবণ করবো, বর্তমান যুগে আমরা দৈনিক ভিত্তিতে নিজের আমলের জবাবদিহিতা (Self Accountability) কিভাবে করবো? এসম্পর্কেও কিছু বিষয় বয়ান হবে। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়ত সহকারে শোনার সৌভাগ্য নসীব করুক।

আসুন! সর্বপ্রথম নফসের জবাবদিহিতার বরকত সম্বলিত একটি ঘটনা শুনি।

### হে নফস! আল্লাহকে ভয় করো!

বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি খুবই ইবাদত গুজার ছিলেন। তিনি রাতে আল্লাহ পাকের ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন এবং দিনের বেলা ঘুরে ঘুরে কিছু জিনিস মানুষের নিকট বিক্রি করতেন। তিনি প্রায় নিজের নফসের জবাবদিহিতা করতে (অর্থাৎ নিজের আমলের জবাবদিহিতা করতেন) গিয়ে বলতেন: “হে নফস! আল্লাহ পাককে ভয় করো!” একদিন তিনি প্রতিদিনকার ন্যায় নিজের ঘর থেকে উপার্জনের জন্য বের হলেন, চলতে চলতে একজন ধনীর দরজার নিকট পৌঁছলেন এবং নিজের জিনিস বিক্রি করার জন্য হাক দিলেন। ধনীর স্ত্রী যখন সেই সুদর্শন ব্যক্তিকে নিজের দরজায় দেখলো তখন তাকে বাহানা করে প্রাসাদের ভেতর ডেকে নিলো অতঃপর তাকে বলতে লাগলো: হে ব্যবসায়ী! আমার অন্তর তোমার প্রতি ধাবিত হয়ে গেছে, আমার নিকট অনেক সম্পদ রয়েছে এবং উন্নত মানের পোশাক রয়েছে, তুমি এই কাজ ছেড়ে দাও, আমি তোমায় রেশমী পোশাক ও অনেক সম্পদ দিবো। এই অফার শুনে তার নফস সেই মহিলার প্রতি

ধাবিত হতে লাগলো, কিন্তু সাথেসাথেই তিনি নিজের অভ্যাস অনুযায়ী (নফসকে উদ্দেশ্য করে) বললেন: “হে নফস! আল্লাহ পাককে ভয় করো!” অতঃপর সেই মহিলাকে উত্তর দিলেন: “আমি আমার প্রতিপালককে ভয় করি।” সেই মহিলা বলতে লাগলো: “তুমি আমার চাহিদা পূরণ করা ব্যতীত এখান থেকে বের হতে পারবে না।” সেই ব্যক্তি আবারো বললো: “হে নফস! আল্লাহ পাককে ভয় করো।” এবং মুক্তির উপায় ভাবতে লাগলো। অবশেষে তিনি মহিলাটিকে বললেন: “আমাকে সুযোগ দাও যে, আমি ওয়ু করে দুই রাকাত নামায আদায় করবো।” অনুমতি পাওয়ার পর তিনি ওয়ু করলেন এবং ছাদে চলে গেলেন, সেখানে তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করার পর ছাদ থেকে নিচের দিকে উঁকি দিয়ে দেখলেন, এর উচ্চতা (প্রায়) বিশ (২০) গজ হবে। তিনি অসহায় হয়ে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করলেন: “হে আমার মালিক! আমি দীর্ঘদিন যাবৎ তোমার ইবাদতে মগ্ন আছি, আমাকে এই আপদ থেকে মুক্তি দাও।” একথা বলেই তিনি ছাদ থেকে লাফ দিলেন, আল্লাহ পাক হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন: “যাও, আমার বান্দাকে মাটিতে পরার পূর্বেই সামলিয়ে নাও, কেননা সে আমার অসম্ভষ্টির ভয়ে লাফ দিয়েছে।” হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام খুবই দ্রুত এসে সেই ব্যক্তিকে ধরে নিলেন এবং মাটিতে বসিয়ে দিলেন। এই আপদ থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি আনন্দচিত্তে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন যে, তার পরিবার ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে আছে, তিনিও তাদের সাথে বসে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন প্রতিবেশি আসলো এবং সে সেই আবিদকে বললো: কিছু রুটি দাও। আবিদ বলতে লাগলো: আল্লাহ পাকের শপথ! আমাদের নিকট তো খাওয়ার কিছুই নেই, তন্দুর দেখো! তাতেও কিছুই নেই। সেই

প্রতিবেশী তন্দুরের দিকে তাকালে তাতে সে পাকানো রুটি দেখতে পেলো। সে আবিদকে এ ব্যাপারে বললো। যখন তাঁর পরিবার এই বিষয়টি দেখলো তখন তারা খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলো। আবিদের স্ত্রী বলতে লাগলো: নিশ্চয় এতে আমাদের কোন কৃতিত্ব নেই বরং এসব তোমারই বরকত ও কারামতের কারণেই হয়েছে, বলো এর গোপন রহস্য কি? অতঃপর আবিদ নিজের গোপন রহস্য উন্মোচন করলো এবং তিনি পুরো ঘটনা বর্ণনা করলো, যার বরকতে সে এই নেয়ামত পেয়েছে। (ছররাতুন নাসেহীন, পৃষ্ঠা: ২৭০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

### ঘটনাটি থেকে অর্জিত হওয়া পয়েন্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি থেকে জানা গেলো! যে ব্যক্তি নিজের আমলকে নিরীক্ষণ করতে থাকে অর্থাৎ চিন্তা ভাবনা করতে থাকে এবং নিজেকে সর্বদা আল্লাহ পাকের প্রতি ভীত রাখে তবে এই নেক আমল তাকে দুনিয়াবী সমস্যা থেকে মুক্ত করে নেয় এবং আখিরাতেও তার জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়।

দ্বিতীয় বিষয় হলো! নিজের আমলের নিরীক্ষণ করতে থাকার অভ্যাসে বান্দা গুনাহ থেকেও বেঁচে যায়। এখনই আমরা শুনলাম যে, সেই ইবাদত গুজার ব্যক্তি যখন মহিলার গুনাহের আমন্ত্রণের দিকে ধাবিত হলো তখন নিজের আমলের মূল্যায়নের (Self Accountability) অভ্যাসের কারণে দ্রুত তার মুখ দিয়ে এই বাক্য বের হয়ে এলো: “হে নফস! আল্লাহকে ভয় করো!” অতঃপর তার উপর খোদাভীতি এমনভাবে প্রাধান্য লাভ করলো যে, সে গুনাহ থেকে বেঁচে গেলো।

তৃতীয় বিষয় হলো! বিপদের সময় নেকী সর্বদা কাজে আসে, বরং নেকীর বরকতে বিপদের সময়ও আল্লাহ পাকের সাহায্য আসে, যখন সেই নেক ব্যক্তি গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছাদ (Roof) থেকে লাফ দিলে আল্লাহর সাহায্যে প্রাণনাশ ও শারীরিক বিপদ থেকে নিরাপদ ছিলো। নিঃসন্দেহে তার নেকীর বরকতেই আল্লাহ পাকের সাহায্য তার নসীব হয়।

এখানে এই বিষয়টি মনে গোঁথে রাখুন! আমাদের শরীয়তে নিজেকে ইচ্ছকৃত ধ্বংসে নিষ্কেপ করার অনুমতি দেয় না। তবে আমাদের উচিত যে, নিজের আমলের মূল্যায়ন (Self Accountability) করে নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা এবং অধিকহারে নেক আমল করা।

### রিযিকে বরকতের একটি মাধ্যম!

চতুর্থ বিষয় হলো! যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ে গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তবে আল্লাহ পাক তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন, যার প্রতি ধারণাও করা যায় না। কুরআনে পাকেও এই বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

২৮তম পারার সূরা তালাকের ২ ও ৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَ  
يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ

(পারা ২৮, সূরা তালাক, আয়াত ২-৩)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেবেন; এবং তাকে ঐ স্থান থেকে জীবিকা দেবেন, যেখানে তার কল্পনাও থাকে না।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতে করীমার আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে: আল্লাহ পাকের প্রতি ভীতদের এই স্থানে একটি সুসংবাদ

দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ পাক তাকে ঐখান থেকে রিযিক দিবেন, যেখানে তার ধারণাও হবে না। (সীরাতুল জিনান, ১০/২০২)

## কেনইবা আর্থিক সমস্যাবলী?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! খোদাভীতির কারণে গুনাহ ছেড়ে দেয়া রিযিকে বরকতের কারণ হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি খোদাভীতির কারণে কোন গুনাহ থেকে বিরত থাকে তবে আল্লাহ পাক তাকে এমন মাধ্যম থেকে রিযিক দান করেন, যার প্রতি তার ধারণাই যাবে না। আজ আমরা দেখি যে, কিছু লোক রয়েছে, যারা রুটি রুজি এবং অন্যান্য আর্থিক সমস্যায় লিপ্ত হয়ে আছে, কারো পরিবারের ব্যয় সংকুলান হয় না তো কেউ হাজারো উপার্জন করেও কিছুই সঞ্চয় করতে পারে না। কারো ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় তো কারো দোকান (Shop) ঠিকভাবে চলছে না, কেউ বেকার তো কেউ ঋণগ্রস্ত, কেউ অভাবের শিকার, মোটকথা! আমাদের সমাজে অভাব, বেকারত্বতা এবং আয় রোজগারে বরকত শূন্যতার কাল্মাকারী অনেক, চিন্তা করুন! এর কারণ এটা তো নয় যে, আমরা গুনাহ করতে ভয় করছি না? বিপদ ও রিযিকে বরকত শূন্যতার কারণে আমাদের নিজেদেরই মন্দ আমল নয় তো? কেননা বর্তমানে আমাদের সমাজে গুনাহের ব্যবসা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, وَالْحَيٰطَةُ الْحَيٰطَةُ। দূর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ মানুষ আমল হীনতার শিকার, না বান্দার হক আদায় করছে আর না আল্লাহর হক নষ্ট করাতে কোন অনুভূতি, নেকী করা নফসের জন্য খুবই কষ্টকর আর গুনাহ করা খুবই সহজ হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা অর্জনে সীমাহীন চেষ্টা অধিকাংশ মুসলমানকে আখিরাতের চিন্তা থেকে একেবারেই উদাসীন করে দিয়েছে। গালি দেয়া,

অপবাদ লাগানো, কু-ধারণা করা, গীবত করা, চুগলী করা, মানুষের দোষ ত্রুটি জানার চেষ্টায় লেগে থাকা, মানুষের দোষ প্রকাশ করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা ওয়াদা করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা, কাউকে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে কষ্ট দেয়া, ঋণ পরিশোধ না করা, কারো জিনিস সাময়িকভাবে নিয়ে ফিরিয়ে না দেয়া, মুসলমানকে মন্দ উপাধি দ্বারা ডাকা, কারো জিনিস তার অপছন্দ হওয়ার পরও বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা, মদ পান করা, জুয়া খেলা, চুরি করা, অপকর্ম করা, সিনেমা নাটক দেখা, গান বাজনা শোনা, সুদ ও ঘুষের লেনদেন করা, পিতামাতার অবাধ্যতা এবং তাদের কষ্ট দেয়া, আমানতের খেয়ানত করা, ঘোঁকাবাজি করা, কুদৃষ্টি দেয়া, মহিলাদের পুরুষের এবং পুরুষদের মহিলাদের নকল করা, বেপর্দা হওয়া, গর্ব, অহঙ্কার, হিংসা, লৌকিকতা, নিজের মনে কোন মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, কোন মুসলমানের রোগ, কষ্ট বা ক্ষতিতে খুশি হওয়া, রাগ আসলে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করা, সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করা, কৃপণতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি বিষয় আমাদের সমাজে খুবই নির্বাকভাবে করা হয়। একটু ভাবুন তো! এরূপ গুনাহের পরও যদি আমরা রিযিকের অভাব ও বঞ্চনার সম্মুখীন হবো না তো কি হবো? গুনাহের এমন আধিক্যের পরও আমাদের রিযিকের দরজা বন্ধ হবে না তো কি হবে? একটি হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে: لَا يَزِيدُ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ অর্থাৎ দোয়ার মাধ্যমে তাকদীর পরিবর্তন হয়ে যায় وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ আর নেকীর দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায়, فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالدَّنْبِ يُصِيبُهُ নিশ্চয় বান্দাকে গুনাহের কারণে ঐ রিযিক থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়, যা তার নিকট আসতো। (মুত্তাদরাক, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/১৬২, হাদীস ১৮৫৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! যদি আমরা আর্থিক উন্নতি ও বরকতের আকাঙ্ক্ষী হই, বিভিন্ন বিপদাপদ ও রিষিকের বঞ্চনা থেকে বিরত থাকতে চাই তবে আমাদের গুনাহের আপদ থেকে মুক্তি অর্জন করে নেকীর সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে। এখনই আমরা আয়াতে করীমাও শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ে গুনাহ থেকে বিরত থাকে তাকে এমন স্থান থেকে রিষিক দেয়া হয়, যেখানে তার কল্পনাও করা যায় না। হে আল্লাহ পাক! আমরা যেন গুনাহ থেকে বিরত থাকি এবং আমাদের আর্থিক কষ্ট যেন দূর হয়ে যায়।

أَمِينٍ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

### নফসের জবাবদিহিতা এবং কুরআন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং অধিকহারে নেকী করার একটি অনন্য পদ্ধতি হলো অটলতার সহিত নিজের আমলের প্রতি চিন্তা ভাবনা করা। যে মুসলমান এই অনন্য অভ্যাসকে আপন করে নেয় এবং প্রতিদিন নিজের আমলের মূল্যায়ন (Self Accountability) করে, তবে তার আচরণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়ে যায়, সে গুনাহের পিছু ছাড়তে থাকে, আমলের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার গুরুত্বের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করা যেতে পারে যে, কুরআন ও হাদীসে রীতিমতো এর প্রতি উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে।

২৮তম পারার সূরা হাশরের ১৮নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ  
تَعَنُّظْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
(পারা ২৮, সূরা হাশর, আয়াত ১৮)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, এবং প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে।

এই আয়াতে করীমায় ইরশাদ হয়েছে: নিজের আমলের মূল্যায়ন করে নাও, এর পূর্বে যে, তোমার হিসাব নেয়া হবে এবং চিন্তা ভাবনা করো যে, তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থাপন করার জন্য নেক আমলের কতটুকু ভান্ডার জমা করেছো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, পারা: ২৮, আল হাশর, ১৮নং আয়াতের পাদটীকা, ৮/১০৬) তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো! এক মুহূর্ত চিন্তা ভাবনা করা অসংখ্য যিকির করার চেয়ে উত্তম। নিজের আমলের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা খুবই উত্তম আমল এবং এটাই হলো মুরাকাবা। (সীরাতুল জিনান, ১০/৮৯)

হাদীসে পাকে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অসংখ্যবার আমলের মূল্যায়নের উৎসাহ প্রদান পূর্বক ইরশাদ করেছেন। আসুন! এ ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কয়েকটি বাণী শ্রবণ করি।

## চিন্তা ভাবনা করা সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী

১. ইরশাদ হচ্ছে: যখন তোমরা কোন কাজ করতে চাও, তবে তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে নাও, যদি তা ভাল হয় তবে তা করে নাও, আর যদি তার পরিণতি (Result) ভুল হয় তবে তা থেকে বিরত থাকো। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, হরফুত তা, ৩য় অংশ, ২/৪৪, হাদীস: ৫৬৭৩)

২. ইরশাদ হচ্ছে: বুদ্ধিমানের জন্য একটি মুহূর্ত এমন হওয়া উচিত, যাতে সে নিজের নফসের জবাবদিহিতা করে নেয়।

(শয়খুল ইমান, বারু ফি তা'দীদ নেয়মান্বাহ..., ৪/১৬৪, হাদীস: ৪৬৭৭)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: (আখিরাতের ব্যাপারে) মুহূর্ত পরিমাণ চিন্তা ভাবনা করা ষাট (৬০) বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, আত তাকফীর, ৩য় অংশ, ২/৪৮, হাদীস: ৫৭০৭)

## নফসের জবাবদিহিতা করার উপকারিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে মুবারাকা, এর তাফসীর এবং প্রিয় নবী ﷺ এর বাণী দ্বারা জানা গেলো! আমাদের ধর্মে নিজের আমলের জবাবদিহিতা (Self Accountability) করার প্রবল উৎসাহ দেয়া হয়েছে, কেননা ★ নফসের জবাবদিহিতা করার কারণে মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকে। ★ নেকী করা সহজ হয়ে যায়। ★ আল্লাহ পাক এবং বান্দার হক সমূহ আদায় করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ★ মনে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়। ★ মানুষের জাহির ও বাতিনে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। ★ মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতির মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ★ আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণে চলার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ★ ভাল অভ্যাস সৃষ্টি হয়। ★ মন্দ অভ্যাস থেকে মুক্তির মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ★ মোটকথা নফসের জবাবদিহিতার কারণে দুনিয়ায়ও সহজতা হয় এবং আখিরাতও ভাল হয়ে যায়।

এই কারণেই আমাদের ধর্ম নফসের জবাবদিহিতা করার শিক্ষা দেয়। আসুন! নফসের জবাবদিহিতা করার সংজ্ঞা শ্রবণ করি, যাতে আমরা

আরো বেশি ভালভাবে নিজের আমলের জবাবদিহিতা করাতে সফল হতে পারি।

## জবাবদিহিতা কি?

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ নিজের প্রসিদ্ধ কিতাব “ইহইয়াউল উলুম” এ বলেন: আমলের আধিক্য, সংখ্যায় বেশি এবং ক্ষতি সাধনের জন্য যে চিন্তা ভাবনা করা হয় তাকে জবাবদিহিতা বলা হয়, যদি বান্দা নিজের সারা দিনের আমলকে সামনে রাখে যাতে তাতে কম বেশি সম্পর্কে জানা যায়, এটাই হলো জবাবদিহিতা। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৩১৯)

## চিন্তা ভাবনা কাকে বলে?

اللَّهُمَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ আমাদেরকে নিজের আমলের জবাবদিহিতা করার মানসিকতা দিতে থাকেন, মানুষের উচিত যে, আখিরাতের হিসেবে নিজের জীবন ব্যবস্থার প্রতি চিন্তা ভাবনা করা, অতঃপর যে কাজ তার আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তা সংশোধনের চেষ্টা করা এবং যে কাজ আখিরাতের হিসেবে উপকারী মনে হয় তাতে উন্নতি সাধনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অটলতার সহিত নিজের আমলের জবাবদিহিতা করাতে বরকত অর্জিত হয়, এই কারণেই বুয়ুর্গানে দ্বীনরা رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُبِينِ প্রবল দৃঢ়তার সহিত নিজের আমলের জবাবদিহিতা করতেন এবং তাতে কোনভাবেই অলসতা প্রদর্শন করতেন না। আসুন! এ প্রসঙ্গে বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُبِينِ কিছু ঘটনাবলী শুনি।

## আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো!

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি একটি বাগানে গেলাম, তখন সেখানে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর আওয়াজ শুনলাম, আমরা উভয়ের মাঝে একটি দেয়াল প্রতিবন্ধক হিসেবে ছিলো এবং তিনি বলছিলেন: ওমর, খাত্তাবের সন্তান এবং আমীরুল মুমিনীন তা পদবী! বাহ কতই না সুন্দর! হে ওমর! আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো অন্যথায় আল্লাহ পাক তোমায় কঠিন আযাব দিবেন। (তিরখুল খোলাফা, ওমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, পৃষ্ঠা: ১০২)

হে আশিকানে সাহাবা! ভাবুন তো! আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় সাহাবী। তিনি সেই ফারুকে আযম, যার ছায়া দেখেও শয়তান পালিয়ে যায়। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলু আসহাবিন নবী, ২/৫২৬, হাদীস: ৩৬৮৩) ★ যাকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন যবান মুবারক দ্বারা জালাতী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলু আসহাবিন নবী, ২/৫২৫, হাদীস: ৩৬৭৯) ★ যার সম্পর্কে আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এরূপ দোয়া করেছেন: হে দয়ালু আল্লাহ! হযরত ওমর বিন খাত্তাবের (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) মাধ্যমে ইসলামকে সম্মান দান করো। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুম্মাহ, ১/৭৭, হাদীস: ১০৫) ★ যার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুরআনে করীমের আয়াতে মুবারাকা অবতীর্ণ হয়।

(তিরখুল খোলাফা, ৯৬ পৃষ্ঠা। আস সাওয়াকুল মুহরিকাতি, পৃষ্ঠা: ৯৯)

## ফারুকী আচরণের প্রতি আমল করুন!

এতই উচ্চ শান ও শওকতের পরও আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ নিজের আমলের জবাবদিহিতা করতেন এবং

নিজেকে উপদেশ দিতেন যে, হে ওমর! আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো। হে ওমর! আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো। যখন তাঁর নফসের জবাবদিহিতার অবস্থা এমন তখন আমরা যারা গুনাহে ডুবে আছি, দিনরাত উদাসীনতায় জীবন অতিবাহিত করি, আমাদের নিকট তো নেকীর নাম মাত্রও নেই, আমাদের নিজের নফসের জবাবদিহিতা করা কতটুকু প্রয়োজন? আসুন! আল্লাহ পাকের একজন নেককার বান্দার ঘটনা শুনি যে, তিনি নিজের আমলের কিভাবে জবাবদিহিতা করতেন।

### দিন এবং গুনাহের হিসাব

হযরত তাওবাহ বিন সিম্বাহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ নিজের নফসের জবাবদিহিতা করতে গিয়ে একদিন হিসাব করলেন, তখন তার বয়স ৬০ বছর ছিলো, দিনের হিসাব করলে তখন একুশ হাজার পাঁচশত (২১৫০০) দিন হলো। তিনি চিৎকার করে উঠলেন এবং বললেন: হায় আফসোস! (যদি আমি প্রতিদিন একটি গুনাহও করি তবে) আমি সত্যিকার বাদশাহের (আল্লাহ পাকের) সাথে একুশ হাজার পাঁচশত গুনাহ সহকারে সাক্ষাত করবো, অথচ প্রতিদিন দশ হাজার গুনাহ করেছি, তবে কি অবস্থায় হবে, একথা ভেবেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পরে গেলেন এবং তাঁর ওফাত হয়ে গেলো। লোকেরা কাউকে তাঁর সম্পর্কে বলতে শুনেছেন: “হে আল্লাহর বান্দা! মহান ফেরদৌসের দিকে যাও।”

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুল মুরাকাবাতি ওয়াল মুহাসাবাতি, ৫/১৩৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে এটা তো ভাবাও যাবে না যে, হযরত তাওবাহ বিন সিম্বাহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ গুনাহে লিপ্ত ছিলেন হয়তো,

নিঃসন্দেহে তাঁর পবিত্র জীবন গুনাহ থেকে অনেক দূরে ছিলেন, কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাবি। কেননা আমাদের অবস্থা এমন যে, আমরা দিনে একটি নয়, ডজন খানেক বরং অসংখ্য গুনাহ করে থাকি, কেননা দূর্ভাগ্যক্রমে এখন তো কদম কদমে গুনাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে বান্দা একাকীত্ব অবলম্বন করে গুনাহ থেকে বাঁচতে সফল হতে পারতো, কিন্তু এখন মোবাইলের জন্য গুনাহ থেকে বাঁচার মতো একাকীত্ব হয়তো কারো নসীব হয়ে থাকে, সারাদিনের সংগঠিত এই গুনাহগুলোকে নিজের জীবনের দিনগুলো দিয়ে গুণ করুন তখন ফলাফল সম্ভবত লাখের ঘরে পৌঁছে যাবে। ভাবুন তো! এতগুলো গুনাহ সহকারে আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে কিভাবে উপস্থিত হবো। তাই এখনই সময়, এখনই দৃঢ় তাওবা করে নিন এবং ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বাঁচার দৃঢ় নিয়ত করে নিন। আর হয়! যদি প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে সারা দিনের আমলের প্রতি চিন্তা ভাবনা করার তৌফিকও নসীব হয়ে যেতো।

এই ঘটনা থেকে একটি বিষয় এটাও জানা গেলো! যে ব্যক্তি নিজের আমলের প্রতি চিন্তা ভাবনা করে এই দুনিয়া থেকে যায়, তখন আল্লাহ পাক বান্দাদের মাঝে এরূপ ঘোষণা করান যে, সে জান্নাতে চলে গেছে। সুতরাং আমাদেরও নফসের জবাবদিহিতা অর্থাৎ চিন্তা ভাবনা করাকে অভ্যাস বানিয়ে নেয়া উচিত।

### নফসের জবাবদিহিতা করার গুরুত্ব

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! যেমনিভাবে দুনিয়াবী ব্যবসা বানিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন ব্যক্তি সফল হতে পারে, যখন সে তার

ব্যয়কৃত মাল থেকে কয়েকগুণ বেশি লাভ করতে সফল হয় এবং তার আসল মূলধনও রক্ষিত থাকে। এই উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য সে নিজের ব্যবসায় দৈনিক, মাসিক এবং বাৎসরিক হিসাব করে, অতঃপর এতে বিভিন্ন পর্যায়ে শুধু মৌখিক চিন্তা ভাবনা করে না বরং তা লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার চেষ্টাও করে থাকে, যেখানে কোন প্রকারের দুর্বলতা দেখা যায়, তা ঠিক করে নেয় এবং যে জিনিস মুনাফা অর্জনে প্রতিবন্ধক হয় তা দূরও করে থাকে। যদি সে নিজের ব্যবসায়িক ব্যাপারে হিসাব না করে তবে সে মুনাফা অর্জন করা তো দূরের বিষয় উল্টো ক্ষতির সম্মুখীনও হতে পারে। যদি সেই ক্ষতির পরও উদাসীনতার গভীর ঘুম থেকে জাগ্রত না হয় তবে একদিন এমনও আসবে যে, তার আসল মূলধনও অবশিষ্ট থাকবে না এবং সে সামান্য পয়সার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। একেবারে অনুরূপভাবেই যে ব্যক্তি “আখিরাতের ব্যবসায়” মুনাফা অর্জনের ইচ্ছা রাখে, তার উচিত যে, নিজের কৃত আমলের প্রতি চিন্তা ভাবনা করা, যে আমল তাকে মুনাফা প্রদানকারী সহায়ক (Helpfull) হবে, তা আরো উন্নত করা এবং যে কাজ তাকে মুনাফা অর্জনে প্রতিবন্ধক হবে, তা ছেড়ে দেয়া, যে ব্যক্তি এভাবে নিজের আমলের জবাবদিহিতা করা অব্যাহত রাখবে, সে আল্লাহ পাকের তৌফিকে সফলতা অর্জন করবে এবং মুনাফা হিসেবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** তার জান্নাতে প্রবেশাধিকার নসীব হবে। যদি এরূপ করার পরিবর্তে “উদাসীনতার ঘুমে” আচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে সে ক্ষতির মধ্যে থাকবে, যার পরিণতি দোযখে প্রবেশাধিকার হিসেবে সামনে আসতে পারে। (وَالْوَيْلُ لِلَّذِينَ يَأْتُونَ اللَّهَ بِحَدِيثٍ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সহজ ও অনন্য পদ্ধতিতে চিন্তা ভাবনা করার ব্যাপারে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা নিজেই নিজের উদাহরণ, তিনি সহজে নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত শরীয়ত ও তরীকতের অনন্য সমষ্টি “নেক আমল” নামে প্রশ্নোত্তর আকারে পুস্তিকা প্রদান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের (বালকদের) জন্য ৯২টি, ধর্মীয় শিক্ষার্থী (বালিকাদের) জন্য ৮৩টি, শিশুদের জন্য ৪০টি, বিশেষ (অর্থাৎ বোবা বধির) ইসলামী ভাইদের জন্য ২৭টি নেক আমল প্রদান করেছেন।

### নেক আমলের গুরুত্ব

হে আশিকানে রাসূল! “নেক আমল” এর মহান উপহার শুধু বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ الْبَيْنِIN স্মরণ করিয়ে দেয় না বরং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে চলে চিন্তা ভাবনা করার অনন্য উপায়ও বটে, এই নেক আমলের উপর আমল করে আমরা আমাদের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার মহান প্রেরণা পেতে পারি। নেক আমলের পুস্তিকা খুলে এতে প্রদত্ত প্রশ্নাবলীর উত্তরে নিজেই “হ্যাঁ” অথবা “না” এর মাধ্যমে নিজেই নিজের আমলের ভাল মন্দ বিচার করে নিজের ভুলসমূহ শোধরাতে পারবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অসংখ্য ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন “চিন্তা ভাবনা” করে নেক আমলের পুস্তিকায় প্রদত্ত ছক পূরণ করে থাকে, যার বরকতে নেককার হওয়া এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পথে আসা প্রতিবন্ধকতা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে দূর হতে থাকে, সুন্নাহের অনুসারী, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফায়তের জন্য চেষ্টা করার

মানসিকতাও নসীব হয়। যদি আপনি এই পুস্তিকা কিনে নিজের নিকট রাখেন, বারবার দেখতে থাকেন, চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন তবে শুধু আখিরাতের স্মরণ আসবে না বরং নেক আমল করার এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার মানসিকতাও সৃষ্টি হবে। নেক আমলের পুস্তিকা নিজেকে উপদেশ দেয়ার অনন্য মাধ্যম (Source)। আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরাও رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَرِّينِ নিজেদেরকে উপদেশ দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন গ্রহণ করতেন।

## নিজের আমলের জবাবদিহিতা গ্রহণকারী বুয়ুর্গ

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত আছে: তিনি তাঁর মসজিদে একটি চাবুক ঝুলিয়ে রেখেছিলেন এবং বলতেন: “চার পা বিশিষ্ট পশুর চেয়ে আমি এর বেশি হকদার।” যখন কিছুটা অলসতা অনুভব করতেন তখন নিজের হাঁটুতে চাবুক দ্বারা একটি বা দু’টি আঘাত করতেন। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাত্ে, ২/২০৩)

## নেক আমল নাম্বার ১৫ এর উৎসাহ

হে আশিকানে আউলিয়া! হযরত আবু মুসলিম খাওলানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ অধিকহারে ইবাদত করতেন, কিন্তু তবুও তিনি অলসতা থেকে বাঁচার জন্য মসজিদে চাবুক ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। নেক আমলের পুস্তিকা যদি আমাদের নিকট থাকে তবে সেই অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনা করে আমাদেরও অলসতা দূর হবে এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। বিশ্বাস করুন! নেক আমলের পুস্তিকা নিজের সংশোধনের অনন্য একটি উপায়। সুতরাং এটি মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন এবং নেক আমল নাম্বার ১৫: “আজকে কি আপনি আপনার আমলের

জবাবদিহিতা করে “নেক আমল” এর পুস্তিকার ছক পূরণ করেছেন?” এই অনুযায়ী আমল করা শুরু করে দিন। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ধীরে ধীরে আমল বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তরে গুনাহের প্রতি ঘৃণা অনুভব হবে।

**اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ★ নেক আমল আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি এবং গুনাহের পিছু ছাড়াতে অনন্য উপায়। ★ নেক আমলের উপর আমলকারীদের প্রতি আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** অনেক খুশি হন এবং তাদের দোয়া দ্বারা ধন্য করেন। ★ এর বরকতে খোদাভীতি ও ইশকে রাসূলের দৌলত হাতে আসে। ★ এই মহান উপহার বুয়ুর্গানে দ্বীনের **رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السُّبِّينِ** স্মরণ করিয়ে দেয়। ★ এটি বুয়ুর্গানে দ্বীন **رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السُّبِّينِ** এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে নিজের আমলের জবাবদিহিতা করার অনন্য মাধ্যম এবং ★ নেক আমলের বরকতে অসংখ্য ইসলামী ভাইয়ের জীবন সজ্জিত হয়ে গেছে।

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**

### খাওয়ার সুনাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর যুগ প্রসিদ্ধ কিতাব “ফয়যানে সুনাত” ১ম খন্ডের ২২৯ পৃষ্ঠা থেকে খাওয়ার সুনাত ও আদব শ্রবণ করি: ★ প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** হেলান দিয়ে খেতেন না। (আবু দাউদ, ৩/৪৮৮, হাদীস: ৩৭৬৯) ★ টেবিলের উপর রেখে খাবার খেতেন না। (বুখারী, ৩/২৪, হাদীস: ৫৫৩৮৬) ★ যা কিছু পেতেন খেয়ে নিতেন। (মুসলিম, পৃষ্ঠা:১১৩৪, হাদীস: ২০৫২) ★ পরিবারের লোকদের নিকট থেকে খাবার চেয়ে নিতেন না এবং তাদের নিকট প্রয়োজনের কথা

প্রকাশ করতেন না, যদি তারা উপস্থাপন করতেন তাহলে খেয়ে নিতেন, তারা যা কিছু সামনে রাখতেন তা গ্রহণ করতেন আর যা কিছু পান করাতেন তা পান করে নিতেন। (ইত্তিহাফুস সাদাত, ৮/২৪৮) ☆ অনেক সময় নিজে উঠে পানাহারের বস্তুগুলো নিয়ে নিতেন। (আবু দাউদ, ৪/৫, হাদীস: ৩৮৫৬) ☆ হযুর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** নিজের সামনে থেকে শুরু করতেন। (শুয়াবুল ইমান, ৫/৭৯, হাদীস: ৫৮৪৬) ☆ এবং তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার করতেন। (মুসাম্মিক আবী শায়বাহ, ৫/৫৫৯, হাদীস: ৩) ☆ আর কোন সময় চার আঙ্গুল দিয়েও খেয়ে নিতেন। (জামে সগীর, পৃষ্ঠা: ২৫০, হাদীস ৬৯৪২) কিন্তু দুই আঙ্গুল দ্বারা খাবার খেতেন না। প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “এটা শয়তানের খাওয়ার পদ্ধতি।” (জামে সগীর, ৫/২৪৯, হাদীস: ৬৯৪০) ☆ যবের (অমস্গ) ভূষি, আলাদা করা হয়নি এমন আটার রুটি আহার করতেন। (বুখারী, ৩/৫৩১, হাদীস: ৫৪১০) ☆ রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর খাবার প্রায়ই খেজুর ও পানি দিয়ে হত।

(বুখারী, ৩/৫২৩, হাদীস: ৫৩৮৩)

## ঘোষণা

খাওয়ার অবশিষ্ট সুনাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত

৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي  
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

## (৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدْوَامِ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফ্ফালাস সালাওয়াতি আ'লা সাযিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরুদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّانزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জাম্মুয যাওয়াদি, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

## সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ইং

- (১) সুনাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,  
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

### খাওয়ার অবশিষ্ট সুনাত ও আদব

★ হযুর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** দুধ ও খেজুর একত্রে ব্যবহার করতেন এবং সেটাকে উত্তম খাবার সাব্যস্ত করতেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৩৮৫, হাদীস: ১৫৮৯৩) ★ হযুর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর পছন্দনীয় খাদ্য ছিল মাংস। (তিরমিযী, ৫/৫৩৩, হাদীস: ১৭৮) ★ হযুর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করতেন: “মাংস কানের শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি করে আর দুনিয়া ও আখিরাতের খাবারের সর্দার। যদি আমি আল্লাহর নিকট চাইতাম যে, আমাকে প্রতিদিন মাংস প্রদান করুন তবে প্রদান করতেন। (ইত্তিহাফুস সাদাত, ৮/২৩৮) ★ হযুর পুরনূর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** মাংস ও লাউ দিয়ে তরকারী তৈরী করে খেতেন (অর্থাৎ মাংস ও কদু শরীফের তরকারীতে রুটির টুকরা ভালভাবে ভিজিয়ে আহাৰ করতেন।) (ইত্তিহাফুস সাদাত, ৭/২৩৯) ★ হযুর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** যখন মাংস খেতেন, তখন সেটার দিকে পবিত্র মাথাকে ঝুঁকাতেন না। (ইত্তিহাফুস সাদাত, ৭/২৩৯) বরং সেটাকে নিজের মুখ মুবারকের দিকে উঠাতেন অতঃপর দাঁত মোবারক দিয়ে কাটতেন। (তিরমিযী, ৩/৩২৯, হাদীস: ১৮৪২) ★ হযুর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর নিকট ছাগলের মাংসের মধ্যে রান ও ঘাড়ের মাংস পছন্দনীয় ছিল। (তিরমিযী, ৩/ ৩৩০, হাদীস :১৮৪২, ১৮৪৪) ★ হযুর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** পাকস্থলি (খাওয়া) পছন্দ করতেন না, কারণ তা প্রস্রাবের (খলির) নিকটবর্তী হয়ে থাকে। (কানযুল উম্মাল, ৭/৪১, হাদীস: ১৮২১২) ★ হযুর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর নিকট প্লীহা (খাওয়ার প্রতি) ঘৃণা ছিল কিন্তু সেটাকে হারাম সাব্যস্ত করেননি।

(ইত্তিহাফুস সাাদাত, ৮/২৪৩) ☆ হুযুর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর মোবারক আঙ্গুলগুলো দিয়ে থালা চেটে খেতেন এবং ইরশাদ করতেন: “খাবারের শেষাংশে বরকত বেশী থাকে। (শুয়াবুল ইমান, ৫/৮১, হাদীস: ৫৮৫৪) ☆ হুযুর পুরনূর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর নিকট তাজা ফলের মধ্যে তরমুজ ও আঙ্গুর বেশি পছন্দনীয় ছিল। (কানযুল উম্মাল, ৭/৪১, হাদীস: ১৮২০০) ☆ তরমুজ, রুটি ও চিনি দিয়ে আহার করতেন। (ইত্তিহাফুস সাাদাত, ৮/২৩৬) ☆ অনেক সময় ভেজা খেজুরের সাথে (তরমুজ) খেতেন। (জিরমিনী, ৩/৩৩২, হাদীস: ১৮৫০) ☆ উভয় হাতের দ্বারা সাহায্য নিতেন। একদা ভেজা খেজুর ডান হাতে খাচ্ছিলেন আর বিচি বাম হাতে রাখছিলেন। একটি ছাগল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, রাসূল **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** সেটাকে বিচি সহকারে ইশারা করলেন: সেটা হুযুর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ** এর বাম হাত থেকে বিচিগুলো খেতে লাগল এবং তিনি **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ডান হাতে খাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** অবসর হলেন। তখন সেটাও চলে গেল। (ইত্তিহাফুস সাাদাত, ৮/২৩৭) ☆ আল্লাহর রাসূল **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কাঁচা রসুন, কাঁচা পিঁয়াজ ও গিনদানা (এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত সবজী) খেতেন না। (তরীখে বাগদাদ, ২/২৬২) ☆ রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কখনো কোন খাদ্যকে মন্দ বলেননি। যদি ভাল লাগতো খেয়ে নিতেন আর পছন্দ না হলে তার মোবারক হাত থামিয়ে নিতেন।

(মুসলিম, ১১৪১ পৃষ্ঠা:১১৪১, হাদীস: ২০৬৪)

**صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**      **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!**

## মৃত মুসলমানদের ক্ষমার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী “মৃত মুসলমানদের ক্ষমার দোয়া” মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

(اللَّهُمَّ) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ -

(পারা: ২৮, সূরা হাশর: ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। (ফয়যানে দোয়া, পৃষ্ঠা: ২৬৪)

বিঃদ্রঃ- “اللَّهُمَّ” শব্দটি আয়াতের অংশ নয়, তাই ব্রাকেটে দেয়া হয়েছে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। (জামিউস সগীর লিস সুন্নতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে “ভালো ভালো নিয়্যত” করে নিই।

১. আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (আল্লাহ না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতেের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (○) চিহ্ন দিন।

**বিঃ দ্রঃ-** নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতেের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করুন।

## দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছে? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছে? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছে? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছে? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ কি পাঠ করেছে? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছে বা শুনে নিয়েছে? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছে? ৮. ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পাঠ করেছে? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছে?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করিনি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করিনি যাতে মন সায় দেয়নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়য কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

## কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী

★ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ★ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার  
★ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

## সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইত্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

## মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

## বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

## আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ